তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০০৩

**সাংবাদিকদের বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনের আহ্বান তথ্য প্রতিমন্ত্রীর**

ঢাকা, ৩ কার্তিক (১৯ অক্টোবর) :

 তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ মুরাদ হাসান বলেছেন, বর্তমানে মিডিয়ার যুগ চলছে, মিডিয়া অনেক সহজলভ্য হয়েছে। প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক্স ও অনলাইন-সহ সোস্যাল মিডিয়ায় মুহুর্তের মধ্যে সংবাদ পরিবেশন করা যায়। তাই সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে দায়িত্ব নিয়ে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন করতে হবে।

 প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকায় সিরডাপ মিলনায়তনে অ্যাকশন এইড আয়োজিত যুব সাংবাদিক মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড ২০১৯ প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

 প্রতিমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে সঠিক তথ্য জনগণের কাছে পৌঁছে দিয়ে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়তে সরকারকে সহযোগিতা করার জন্য সাংবাদিকদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার মিডিয়াকে উন্মুক্ত করে দিয়েছে এবং আপনাদের কাছে সঠিক সংবাদ পাওয়ার অধিকার জনগণের আছে।

 যুব সাংবাদিকদের উদ্দেশে তথ্য প্রতিমন্ত্রী বলেন, আগামীর বাংলাদেশের নেতৃত্ব আপনারা দেবেন। বিশ্বের কাছে বাংলাদেশকে তুলে ধরা আপনাদের কর্তব্য। প্রতিমন্ত্রী সাংবাদিকদের প্রতি জঙ্গিবাদ, গুজব, সন্ত্রাস রোধে আরো বেশি সংবাদ পরিবেশনের আহ্বান জানান।

 অনুষ্ঠানে তথ্য প্রতিমন্ত্রী যুব সাংবাদিক মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড ২০১৯ এ ভূষিত সাংবাদিকদের অ্যাওয়ার্ড প্রদান করেন।

#

হরবিলাস/রাহাত/মোশারফ/সেলিম/২০১৯/২১৩৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০০২

বান্দরবান পৌর আওয়ামী লীগের সম্মেলনে মন্ত্রী বীর বাহাদুর

**দলীয় নেতাকর্মীদের জনগণের পাশে থাকার আহ্বান**

বান্দরবান, ৩ কার্তিক (১৯ অক্টোবর) :

 পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং বলেছেন, দলীয় নেতাকর্মীদের জনগণের পাশে থাকতে হবে। তিনি আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত আন্তরিক। পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার জন্য এলাকায় শান্তি, শৃঙ্খলা ও সম্প্রীতি বজায় রাখতে হবে।

 মন্ত্রী আজ বান্দরবান রাজার মাঠে পৌর আওয়ামী লীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

 বান্দরবান শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি অমল কান্তি দাশের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলন উদ্বোধন করেন জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ক্য শৈহ্লা। আরো উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য মোঃ শফিকুর রহমান, জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি মোঃ আব্দুর রহিম চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ ইসলাম বেবী।

#

নাছির/রাহাত/মোশারফ/সেলিম/২০১৯/২১২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০০১

**নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় গড়ে তুলতে হবে**

 **-- মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী**

ঢাকা, ৩ কার্তিক (১৯ অক্টোবর) :

 মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক বলেছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় গড়ে তুলতে হবে।

 আজ রাজধানীর ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ বসুন্ধরা শাখায় ঢাকা জেলা স্টুডেন্টস এসোসিয়েশন ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব পরিষদ আয়োজিত ‘মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক দ্য ট্যালেন্ট হান্ট’ প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এ কথা বলেন।

 স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে মন্ত্রী বলেন, দীর্ঘদিন স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি রাষ্ট্রক্ষমতায় থাকায় মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস শিক্ষার্থীরা জানতে পারেনি। মুক্তিযুদ্ধের আত্মত্যাগের সঠিক ইতিহাস নতুন প্রজন্মকে জানাতে বর্তমান সরকার কাজ করছে।

 মন্ত্রী বলেন, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যাতে মহান মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পারে সেজন্য পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত স্থানসমূহ সম্পর্কে যাতে সবাই জানতে পারে সেজন্য মুক্তিযুদ্ধের সম্মুখ সমরের স্থান এবং বধ্যভূমিসমূহ একই ডিজাইনে সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

#

মারুফ/নাইচ/সঞ্জীব/সেলিম/২০১৯/২০২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০০০

**মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারীরা শিশু রাসেলকে  হত্যা করেছে**

 **---মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩ কার্তিক (১৯ অক্টোবর) :

মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা বলেছেন, যারা মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল ও স্বাধীনতা মেনে নিতে পারেনি, তারাই সপরিবারে জাতির পিতাকে হত্যা করেছিল। এ দেশের মানুষের জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছিল অপরিসীম ভালোবাসা, বন্ধুদের প্রতি ছোট রাসেলেরও ছিল তেমন ভালোবাসা। সেই ছোট বয়সে রাসেল স্কুলে বন্ধুদের সাথে টিফিন ভাগ করে খেত। যখন টুঙ্গিপাড়া বেড়াতে যেত বন্ধুদের জন্য ঢাকা থেকে উপহার নিয়ে যেত। নিষ্পাপ, নম্র ও মায়াবী চেহারার শেখ রাসেলকে আমি চিনি ১৯৭০ সাল থেকে যখন আমি ছাত্র রাজনীতির সাংগঠনিক কাজে ধানমন্ডির ৩২ নম্বরের বাড়িতে যেতাম।

 প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর  বাংলাদেশ শিশু একাডেমি মিলনায়তনে বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠপুত্র শেখ রাসেলের ৫৫তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে 'শেখ রাসেল আমাদের ভালোবাসা' শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

 প্রতিমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু হত্যায় জড়িত সকল পলাতক দণ্ডপ্রাপ্ত খুনিদের দেশে ফিরিয়ে এনে রায় কার্যকর করার দাবি জানান।

বাংলাদেশ শিশু একাডেমির আয়োজনে এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ শিশু একাডেমির চেয়ারম্যান লাকী ইনাম। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন সংসদ সদস্য লুৎফুন নেছা খান এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব কামরুন নাহার।

 বিশেষ অতিথির বক্তব্যে সচিব কামরুন নাহার বলেন, শেখ রাসেলের মতো শিশুদের হত্যা ও নির্যাতন মানুষের মনে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করে যা উন্নয়ন অগ্রযাত্রাকে বাধাগ্রস্ত করছে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় দেশ থেকে শিশু নির্যাতন সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করতে কাজ করছে।

#

আলমগীর/নাইচ/সঞ্জীব/আব্বাস/২০১৯/২০১০ ঘণ্টা

Handout Number : 3999

**Five Senators of New York to visit Bangladesh**

 Dhaka, October 19 :

Five State Senators from the NewYork city will be visiting Bangladesh on a familiarization tour from 20 October 2019. Led by Senator Luis Sepulveda, the delegation comprises of five State Senators and three staff members who are coming to Dhaka tomorrow and will meet with high level dignitaries. Besides Dhaka they will travel to Sylhet and Cox’s Bazar during their stay in order to see for themselves the remarkable developments taking place in the country. These Senators provide big support and cooperation to the Bangladeshi diasporas in New York in various matters and various ways.

During the last visit of the Foreign Minister A K Abdul  Momen to New York, Senator Luis Sepulveda met with him and expressed his keen interest to visit his country. At that meeting, Senator Luis mentioned that as he has been working for the Bangladesh community in New York for a long time and wished to continue his engagement in a more fruitful and constructive manner and he would travel to Bangladesh very soon.

The delegation arrives in the morning on 20 October and will leave Bangladesh on 26 October 2016. The foreign Ministry has organized some other programs for the eight member delegation and at their request, is only providing local hospitality.

A few Bangladeshi-Americans may visit Bangladesh at the same time in absolutely personal capacities. They are not part of the State Senators’ delegations or the arrangements made by the Bangladesh Government.

#

Tohidul/Nice/Sanjib/Salim/2019/1900 Hrs.

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৯৮

**আইএফসি’র বিনিয়োগে বাংলাদেশে কর্মসংস্থান আরো বাড়বে**

 **-- অর্থমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩ কার্তিক (১৯ অক্টোবর) :

 অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল বলেছেন, বাংলাদেশের বেসরকারি খাতের উন্নয়নে বিনিয়োগ বাড়াবে ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স কর্পোরেশন (আইএফসি)। এ খাতে সারাবিশ্বে সংস্থাটি মোট এক হাজার বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করার ঘোষণা করেছে। সম্প্রতি বাংলাদেশের একটি বেসরকারি কোম্পানি ইতিমধ্যে ১৯ মিলিয়ন ডলার নিয়েছে। এর আগে আরো অনেকগুলো বেসরকারি কোম্পানিতে বিনিয়োগ করেছে আইএফসি। বাংলাদেশে কর্মসংস্থানের পরিধি আরো বাড়বে বলে মনে করছে বাংলাদেশ সরকার। আইএফসি ঋণে সুদহার ১০ শতাংশের কম হবে।

 গতকাল যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের বার্ষিক সভার অংশ হিসেবে আইএফসির আঞ্চলিক ভাইস প্রেসিডেন্ট স্নিজানা স্টিইল্জকোভিক (Snezana Stoiljkovic) এর নেতৃত্বে প্রতিনিধিদলের সাথে বৈঠক, জাপান ব্যাংক ফর ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেশনের (জেবিআইসি) ডেপুটি গভর্নর নবুমিতসু হায়াশি (Nobumitsu Hayashi) এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ, ইউএসএআইডি’র সাথে ট্যাক্স রিফর্ম বিষয়ক বৈঠক এবং সড়ক নিরাপত্তা নিয়ে বিশ্ব ব্যাংকের দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের আয়োজিত বৈঠক শেষে এক ব্রিফিংয়ে অর্থমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 মন্ত্রী বলেন, ইনকাম ট্যাক্স কালেকশনে সক্ষমতা বৃদ্ধিতে ইউএসএআইডি কার্যকরভাবে বাংলাদেশে বিনিয়োগ করার আগ্রহ প্রকাশ করেছে। এছাড়া জাপান ব্যাংক ফর ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেশন (জেবিআইসি) বাংলাদেশে বিনিয়োগের আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

 সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ক বৈঠক সম্পর্কে অর্থমন্ত্রী বলেন, সড়কের নিরাপত্তা জোরদারকরণ অত্যন্ত জরুরি। অকাল মৃত্যু কখনও কারোর জন্য কাম্য হতে পারে না। সড়কে চলাচল ও ট্রাফিক সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। বিশ্ব ব্যাংক যদি এ বিষয়ে কাজ করে আশা করি অত্যন্ত ভাল হবে।

#

গাজী তৌহিদুল/নাইচ/সঞ্জীব/সেলিম/২০১৯/১৯০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৯৭

**সন্তানদের সুশিক্ষায় শিক্ষিত করার আহ্বান শ্রম প্রতিমন্ত্রীর**

বরিশাল, ৩ কার্তিক (১৯ অক্টোবর) :

শ্রম প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান বলেছেন, সন্তানদের সুশিক্ষায় শিক্ষিত করুন। সন্তানদের মাদক, সন্ত্রাস এবং জঙ্গিবাদ থেকে দূরে রাখুন। সরকার শ্রমিকের সন্তানদের উচ্চ শিক্ষায় শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিল থেকে সহায়তার অর্থ প্রস্তুত রেখেছে।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিল থেকে প্রাতিষ্ঠানিক এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের ৩৯ জন দুর্ঘটনায়  নিহত, আহত, দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত শ্রমিক এবং তাদের সন্তানের উচ্চ শিক্ষার সহায়তা হিসেবে শ্রমিক বা তাদের স্বজনদের মাঝে  ১৯ লাখ ৭৫ হাজার টাকার আর্থিক সহায়তার চেক হস্তান্তর করলেন প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান।

       আজ বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের নগরভবন চত্বরে বরিশাল বিভাগের শ্রমিকদের আর্থিক সহায়তার চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে সহায়তার চেক শ্রমিকদের হাতে তুলে দেন।

#

আকতারুল/নাইচ/মোশারফ/আব্বাস/২০১৯/১৮৩১ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৯৬

**পাঠ্যবইয়ে মশাবাহিত রোগের সমস্যার সমাধান অর্ন্তভুক্ত করতে হবে**

 **-- এলজিআরডি মন্ত্রী**

ঢাকা, ৩ কার্তিক (১৯ অক্টোবর) :

 স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম বলেছেন, মশাবাহিত রোগের সমস্যার সমাধানে সচেতনতা বাড়াতে হলে পাঠ্যবইয়ে বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। মশা নিয়ন্ত্রণে এবং মশাজনিত স্বাস্থ্যগত সমস্যাগুলোর সমাধানে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে আলাদা একটি সেল করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে একজন অতিরিক্ত সচিবকে দায়িত্ব দিয়ে এই সেলের কাজ কী হবে তার খসড়ার কাজ চলছে।

 আজ রাজধানীর ইস্কাটনে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অভ্ ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ (বিস) মিলনায়তনে আয়োজিত ‘ভেক্টর প্রবলেম্স ইন বাংলাদেশ : এন ইন্টিগ্রেটেড ম্যানেজমেন্ট এপ্রোচ’- শীর্ষক এক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। সেন্টার ফর গভর্নেন্স স্টাডিজ (সিজিএস) এ সেমিনারের আয়োজন করে।

 স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীনে সেল করার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মন্ত্রী বলেন, মশাবাহিত রোগগুলো শুধু শহরে নয়, গ্রামেও হয়। এ মন্ত্রণালয় শহর, নগর, জেলা, উপজেলা, পৌরসভা, ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে কাজ করে থাকে।

 সিজিএসের নির্বাহী পরিচালক জিল্লুর রহমানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ মুরাদ হাসান।

 তথ্য প্রতিমন্ত্রী বলেন, ডেঙ্গু প্রতিরোধে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ-সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়কে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে।

#

হাসান/নাইচ/সঞ্জীব/সেলিম/২০১৯/১৮৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর :৩৯৯৫

**রাশিয়া ব্রাজিলসহ বিভিন্ন দেশের সাথে এফটিএ**

**স্বাক্ষরের জন্য অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে**

**---বাণিজ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩ কার্তিক (১৯ অক্টোবর) :

বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেছেন, বাংলাদেশ এলডিসি থেকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে গেলে বিশ্ববাণিজ্য প্রসারের জন্য বিভিন্ন দেশের সাথে ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্ট (এফটিএ) করার বিকল্প নেই। ২০২৪ সালে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হবে, এর তিন বছর পর এলডিসিভুক্ত দেশের বাণিজ্য সুবিধাগুলো আর থাকবে না। প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ববাণিজ্যে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে বাণিজ্য সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে। রাশিয়া-সহ সিআইএসভুক্ত দেশসমূহ এবং ব্রাজিল-সহ মারকসভুক্ত দেশগুলোতে বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের প্রচুর চাহিদা আছে। এসকল বাজারে তৈরি পোশাক রপ্তানি সম্ভব হলে বাংলাদেশের রপ্তানি আয় কয়েকগুণ বৃদ্ধি পাবে। উচ্চ শুল্কহারের কারণে বাংলাদেশ এ সকল দেশে পণ্য রপ্তানি করতে পাচ্ছে না। এফটিএ স্বাক্ষর করা সম্ভব হলে সেখানে বাণিজ্য বৃদ্ধি করা সম্ভব।

বাণিজ্যমন্ত্রী আজ ঢাকায় একটি হোটেলে কমনওয়েল্থ অভ্ ইন্ডিপেনডেন্ট স্টেট-বাংলাদেশ চেম্বার অভ্ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (সিআইএস-বিসিসিআই) আয়োজিত ‘ফোস্টারিং গ্লোবাল ফ্রি ট্রেড রিলেশনস’ শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, রাশিয়া ব্রাজিল-সহ বিভিন্ন দেশে রপ্তানি বাণিজ্য শুরু করার জন্য প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। সম্ভাব্যতা যাচাই চলছে। এর চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করে তা মোকাবিলা করার জন্য বাংলাদেশ কাজ করে যাচ্ছে। এ সকল দেশের পাশাপাশি শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড, ভুটানসহ বেশ কিছু দেশের সাথে এফটিএ স্বাক্ষর করার প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। ব্রাজিল বাংলাদেশের তৈরি পোশাক নিতে চায়, তবে তারা ব্রাজিলের গরুর মাংস বাংলাদেশে পাঠানোর প্রস্তাব দিয়েছে। এ ক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করে সিদ্ধান্ত নেয়ার সুযোগ নেই, আগে দেশের স্বার্থ রক্ষা করতে হবে।

মন্ত্রী আরো বলেন, দেশের রাজস্ব আয় বৃদ্ধির জন্য পণ্যের ওপর শুল্ক আরোপ করা হয়। পণ্যের ওপর শুল্ক আরোপের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। যাতে এর ফলে বাণিজ্যের ওপর কোনো প্রভাব না পড়ে। দেশের রাজস্ব আয় বৃদ্ধির জন্য অন্যান্য খাতও খুঁজে বের করতে হবে। একটি ব্যালেন্স নীতি গ্রহণ করা সম্ভব হলে পণ্যের মূল্যের ওপর চাপ কমবে।

#

বকসী/নাইচ/সঞ্জীব/মোশারফ/আব্বাস/২০১৯/১৯১৮ ঘণ্টা

Handout Number : 3994

 **Foreign Minister calls for stronger international action for solving Rohingya crisis**

Berlin, 3 Kartik (19 October) :

Foreign Minister Dr. A K Abdul Momen urged his German counterpart Heiko Maas yesterday to put pressure on Myanmar for creating conducive environment for return of the Rohingyas who were forcibly displaced from their homeland.

In the maiden bilateral meeting with his German counterpart, Dr. Momen referred to the four points proposed by Bangladesh Prime Minister in 74th UNGA last month, and urged German Government and the international community to take effective steps to ensure that Myanmar Government takes back Rohingyas with safety, security and dignity in a sustainable manner. He also sought Germany’s support in ensuring accountability for the atrocities committed against Rohingyas.

 During the meeting, Dr. Momen also highlighted the success story of Bangladesh as the development miracle of the world, and called for Germen businesses to invest in Bangladesh, taking advantage of the country’s demographic dividend and lucrative investment promotion packages for Foreign Direct Investment (FDI). The whole gamut of bilateral relations between the two countries were discussed in the meeting. German development cooperation for Bangladesh and existing strong business relations between the two countries were noted at the meeting, including the implementation of e-passport by German company Veridos, and involvement of Siemens AG Germany in energy sector.

 Earlier during the day, Bangladesh Foreign Minister had meeting with Dr. Gerd Mueller, German Minister for Economic Cooperation and Development. During the meeting, Dr. Momen appreciated the development assistance of Germany to Bangladesh inareas like rural development, primary education, private sector development, renewable energy, climate effect and so on. Terming Bangladesh’s Readymade Garment Factories safe, green, environment friendly Mr. Momen said Bangladesh has achieved tremendous development in labour safety and rights issues. President of the Bangladesh Garments Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) Dr. Rubana Haque participated at the meeting, and it was agreed in the meeting that Bangladesh RMG sector would join at the Green Button initiative of the German Government to promote environment and socially conscious textile products. German Economic Cooperation and Development Minister was highly appreciative of the decision of Bangladesh to join the Green Button scheme.

Foreign Minister also had meeting with President of German (BVMW) and European and Vice-President of World SMEs Professor Mario Ohoven. Dr. Momen requested for German cooperation in developing SMEs of Bangladesh. Citing Bangladesh’s initiatives to develop this sector, Dr. A. K. Momen urged German assistance for the skill development of Bangladesh’s youngsters and workforce.

Foreign Minister Momen also had meeting with Secretary-General of the famous German Government research institute Frederick-Ebert-Stiftung (FES) Dr. Roland Schmidt. At the meeting, Foreign Minister Dr. Momen appreciated FES for their work in Bangladesh in the areas of labour movement, economy and higher education. He also referred to the collaboration between FES and Foreign Ministry of Bangladesh. Dr. Momen highlighted the importance of creating public awareness and dissemination of information globally about the persecution and atrocities suffered by the Rohingyas by the state of Myanmar. Foreign Minister suggested that FES, with their global presence, should take active role in this regard. Dr. Momen also talked about the Culture of Peace initiative of Bangladesh in UN, and stressed that through peaceful engagements, the instability and uncertainties in the current global issues can be resolved.

#

Tohidul/Nice/Sanjib/Abbas/2019/1756 Hours

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৯৩

**অপচয় দুর্নীতির চেয়েও ভয়াবহ**

 **---পরিকল্পনামন্ত্রী**

চট্টগ্রাম, ৩ কার্তিক (১৯ অক্টোবর) :

পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান বলেছেন, অপচয় দুর্নীতির চেয়েও ভয়াবহ। অপচয় রোধ করে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে ।

মন্ত্রী আজ সিলেট সিটি কর্পোরেশন মিলনায়তনে সিলেট সিটি করপোরেশনের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বিষয়ক এক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন ।

মন্ত্রী বলেন, ক্রয়ের সঙ্গে জড়িত সবাইকে কেনাকাটা ও খরচে হিসাবি হতে হবে। বালিশ কাণ্ডের মতো কলঙ্কজনক কাজ যেন না হয় সেদিকে সতর্ক থাকতে বলেছেন তিনি।

এর আগে মন্ত্রী সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিদর্শন করেন এবং সিলেট কেন্দ্রীয় ট্রাক টার্মিনালের উদ্বোধন করেন ।

#

শাহেদ/নাইচ/সঞ্জীব/আব্বাস/২০১৯/১৮৩১ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৯২

**বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে খাদ্যশস্য রপ্তানি করবে**

 **---তথ্যমন্ত্রী**

চট্টগ্রাম, ৩ কার্তিক (১৯ অক্টোবর) :

ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের জনসংখ্যা অনেক বেড়েছে। কমেছে আবাদি জমির পরিমাণ। তারপরও বাংলাদেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। দেশের চাহিদা মিটিয়ে বাংলাদেশ এবছর ২ লাখ টন খাদ্যশস্য রপ্তানি করবে। ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করতে হলে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

আজ সকালে চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়ে (সিভাসু) দু'দিনব্যাপী ১৬শ আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, আগে আমাদের ঈদ-উল-আযহার সময় কোরবানির পশুর জন্য পাশের দেশের ওপর নির্ভর করতে হতো। এখন আমাদের পর্যাপ্ত প্রাণিসম্পদ রয়েছে। এটি সম্ভব হয়েছে গবেষণা এবং নতুন নতুন আবিষ্কারের ফলে। আর এর পেছনে অবদান রয়েছে সিভাসু’র মতো বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষকদের।

সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সিভাসু’র উপাচার্য প্রফেসর ড. গৌতম বুদ্ধ দাশ। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সদস্য প্রফেসর ড. মো. সাজ্জাদ হোসেন এবং বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান সৈয়দা সারওয়ার জাহান। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সিভাসু’র ওয়ান হেলথ ইনস্টিটিউটের পরিচালক প্রফেসর ড. শারমীন চৌধুরী।

দেশি-বিদেশি বিজ্ঞানী, গবেষক, শিক্ষাবিদ এবং পেশাজীবীদের এ সম্মেলন জ্ঞান ও গবেষণার নতুন ক্ষেত্র তৈরি করবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করে তথ্যমন্ত্রী বলেন,  আমি স্বপ্ন দেখি উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে সিভাসু একটি ‘সেন্টার অভ্ এক্সিলেন্স’ হবে এবং কৃষি বিজ্ঞান বিষয়ে এটি হবে সেরা বিশ্ববিদ্যালয়। তিনি সিভাসু কর্তৃপক্ষকে শিক্ষার গুণগত মান বজায় রাখার আহ্বান জানান।

মন্ত্রী আরো বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম ও মর্যাদা নির্ভর করে গুণগত শিক্ষা ও গবেষণা কর্মের ওপর। ঢাকায় টিচিং এন্ড ট্রেনিং পেট হসপিটাল ও রিসার্চ সেন্টার স্থাপন, রাঙ্গামাটির কাপ্তাই লেকে ভ্রাম্যমাণ গবেষণা তরী নির্মাণ, হাটহাজারীতে রিসার্চ এন্ড ফার্ম বেইজড ক্যাম্পাস ও কক্সবাজারে গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন-সহ সিভাসু অনেক উদ্ভাবনী উদ্যোগ নিয়েছে যা দেখে আমি মুগ্ধ।

সিভাসুর শিক্ষার্থীরা বিদেশে যাচ্ছে এবং বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এখানে আসছে। বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণা কর্মকে সমৃদ্ধ করার জন্য এ ধরনের এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম খুবই গুরুত্বপূর্ণ, বলেন পরিবেশবিদ ড. হাছান।

দু'দিনের সম্মেলনে মোট ৭টি টেকনিক্যাল সেশনে ৪টি মূল প্রবন্ধ এবং ৫২টি গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপিত হচ্ছে। আন্তর্জাতিক এ সম্মেলনে যুক্তরাজ্য, মালয়েশিয়া, ভারত-সহ দেশ-বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার প্রায় ৩০০ জন বিজ্ঞানী, গবেষক, শিক্ষাবিদ, পরিবেশবিদ, পেশাজীবী, এনজিও কর্মী, উন্নয়ন সহযোগী ও দাতা সংস্থার প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করছেন।

#

আকরাম/নাইচ/সঞ্জীব/আব্বাস/২০১৯/১৭৫৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৯১

**২০২৫ সালের মধ্যে শিশুশ্রম মুক্ত বাংলাদেশ গঠনকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছে সরকার**

 **---শ্রম প্রতিমন্ত্রী**

বরিশাল, ৩ কার্তিক (১৯ অক্টোবর) :

শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী মন্নুজান সুফিয়ান বলেছেন, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ২০২৫ সালের মধ্যে শিশুশ্রম মুক্ত বাংলাদেশ গঠনকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছে সরকার। সন্তানকে ভবিষ্যতের জন্য যোগ্য হিসেবে গড়ে তুলতে বাবা-মায়ের ইচ্ছাশক্তি প্রবল থাকলে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে কোন শিশু থাকবে না।

মন্ত্রী আজ বরিশাল সার্কিট হাউজ সম্মেলন কক্ষে ‘ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন এবং গহকর্মী সুরক্ষা নীতি ২০১৫’ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আয়োজিত বিভাগীয় কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

শ্রম প্রতিমন্ত্রী বলেন, ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসনে জনসচেতনতার পাশাপাশি প্রশিক্ষণের ওপর জোর দিচ্ছে সরকার। এই লক্ষ্যে দুই'শো ৮৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে এক লাখ শিশুকে টার্গেট করে ছয় মাসের অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং চার মাসের প্রশিক্ষণ দিয়ে শিশুশ্রম হতে প্রত্যাহার করা হবে। এই এক লাখ শিশুর বাবা-মাকে প্রতিমাসে এক হাজার টাকা এবং প্রশিক্ষণ শেষে আত্মকর্মসংস্থানের জন্য এককালীন ১৫ হাজার টাকা সহায়তা প্রদান করা হবে।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, উন্নত-সমৃদ্ধ শিক্ষিত জাতি গঠনে শিশুশ্রমকে না বলতে হবে। শ্রম আইন অনুযায়ী ১৪ বছরের নিচে কোন শিশুকে কেউ শ্রমে লাগাতে পারবে না। চৌদ্দ থেকে আঠারো বছরের নিচে ঝুঁকিপূর্ণ নয় এমন কাজে লাগাতে পারবেন। একইসাথে শ্রম প্রতিমন্ত্রী গহকর্মীদের সাথে ভাল ব্যবহার এবং তাদের প্রতি মানবিক হওয়ার জন্য সমাজের বিত্তবানদের প্রতি আহ্বান জানান।

        কর্মশালায় জানানো হয়, সরকার ঘোষিত ৩৮টি ঝুঁকিপূর্ণ কাজের মধ্যে ইতোমধ্যে গারমেন্টস-সহ তিনটি খাতকে শিশুশ্রম মুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে।  শীঘ্রই আরো ১১টি খাতকে শিশুশ্রম মুক্ত ঘোষণা করতে কাজ করছে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর।

#

আকতারুল/নাইচ/সঞ্জীব/আব্বাস/২০১৯/১৭৫১ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৯০

**ঐক্যফ্রন্ট ‘বিগত যৌবনা’**

 **---চট্টগ্রামে তথ্যমন্ত্রী**

চট্টগ্রাম, ৩ কার্তিক (১৯ অক্টোবর) :

‘রাজনীতির মাঠে জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট ‘বিগত যৌবনা’, বলেছেন তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

মন্ত্রী বলেন, ‘আমি সবার প্রতি সম্মান রেখে বলতে চাই, রাজনীতির মাঠে ওনারা (ঐক্যফ্রন্ট) বিগত যৌবনা। তাদের ডাকে কেউ আসছে না। তাদের জনপ্রিয়তা হারিয়ে গেছে। তারা যে কথাগুলো বলছেন, সেগুলো মানুষের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হচ্ছে না।’

আজ দুপুরে বন্দরনগরীর জেএম সেন হল মাঠে তাঁতী লীগ চট্টগ্রাম মহানগর শাখার ত্রি-বার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এ কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, ঐক্যফ্রন্টের ব্যানারে বিভিন্ন সভা-সমাবেশ করা হচ্ছে। আমি ঐক্যফ্রন্টকে ধন্যবাদ জানাই, তারা মাঠে নেমেছে। গণতন্ত্রের স্বার্থে শক্তিশালী বিরোধীদল প্রয়োজন আছে। কিন্তু সভা-সমাবেশ করতে তারা ইস্যু খুঁজে পাচ্ছে না। তাই কিছু একটাকে ইস্যু করার চেষ্টা করছেন। কখনো নিরাপদ সড়কের আন্দোলনকে ইস্যু করার চেষ্টা, কখনো আবরার হত্যাকাণ্ডকে ইস্যু করার চেষ্টা। কিন্তু এসব চেষ্টা হালে পানি পাচ্ছে না।

মন্ত্রী আরো বলেন, অবশ্যই আপনারা সরকারের সমালোচনা করবেন। সংসদে ও রাজপথে বিরোধীদল বস্তুনিষ্ট সমালোচনা করুক- আমরা সেটা চাই। এই সমালোচনা যাতে কণ্টকাকীর্ণ পথচলাকে শাণিত করে। কিন্তু তারা যে অহেতুক সমালোচনা করে, সেটা দেশের জন্য, মানুষের জন্য শুভ নয়।

আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, আমি তাঁতী লীগকে বলবো, আমরা পরপর তিনবার রাষ্ট্রক্ষমতায়। আমাদের দলে অনুপ্রবেশকারী ঢুকেছে। অনেকে নানাভাবে পদ পেয়েছে। বিরোধীদলে থাকার সময় আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের যারা নির্যাতন করেছে, তারা যেন কোনভাবেই দলে প্রবেশ করতে না পারে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী, মহানগর আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মাহতাব উদ্দিন চৌধুরী এবং সাধারণ সম্পাদক ও সিটি মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন। অনুষ্ঠানের উদ্বোধক ছিলেন তাঁতী লীগের সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা ইঞ্জিনিয়ার মোঃ শওকত আলী। প্রধান বক্তা ছিলেন তাঁতী লীগের সাধারণ সম্পাদক খগেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ।

#

আকরাম/নাইচ/সঞ্জীব/আব্বাস/২০১৯/১৭৪৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৮৯

নদী তীরের অবৈধ স্থাপনা অপসারণ কাজ চলমান থাকবে

---নৌসচিব

ঢাকা, ৩ কার্তিক (১৯ অক্টোবর) :

নদী তীরের অবৈধ স্থাপনা অপসারণের কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। নদী সীমানা পিলার স্থাপন, ওয়াকওয়ে ও কি-ওয়াল নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। নদীকে ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে প্রশস্ত করা হবে, উন্মুক্ত স্থানে বনায়ন করা হবে। বায়ু দূষণরোধে নিম গাছ, পাইকর গাছ, কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, তালগাছ-সহ বিভিন্ন গাছের চারা রোপণ করা হবে।

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ আবদুস সামাদ আজ রাজধানীর কামরাঙ্গিচরের খোলামোড়া এলাকায় নদী তীরে সীমানা পিলার স্থাপনের নির্মাণ কাজ পরিদর্শনকালে এসব কথা বলেন।

এসময় অন্যান্যের মধ্যে বিশিষ্ট পরিবেশবিদ সৈয়দ আবুল মকসুদ, মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এম এম তারিকুল ইসলাম, বিআইডব্লিউটিএ’র সদস্য (অর্থ) ও প্রকল্প পরিচালক মোঃ নুরুল আলম, বিআইডব্লিউটিএ’র যুগ্ম পরিচালক এ কে এম আরিফউদ্দিন উপস্থিত ছিলেন।

সচিব বলেন, নদী তীরের পলিথিন বর্জ্য উত্তোলনে গ্র্যাব ড্রেজার সংগ্রহ করা হবে। নদীর দূষণ রোধে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় করে কাজ করা হবে।

সচিব নদী তীরের দখল ও দূষণরোধ, বৃক্ষরোপণ কার্যক্রমে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। এক্ষেত্রে তিনি স্বেচ্ছাসেবক সংগঠনগুলোকে বিআইডব্লিউটিএ এবং নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগের পরামর্শ দেন।

#

জাহাঙ্গীর/নাইচ/সঞ্জীব/আব্বাস/২০১৯/১৭২৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৮৮

‘জয় বাংলা’ জাতীয় স্লোগান হওয়া যুক্তিযুক্ত

---মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী

নারায়ণগঞ্জ, ৩ কার্তিক (১৯ অক্টোবর) :

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক বলেছেন, ‘জয় বাংলা’ শুধু একটি স্লোগান নয়, মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় এ স্লোগানটাই অস্ত্রের মত কাজ করেছে। জাতিকে উজ্জীবিত করেছে। ‘জয় বাংলা’ জাতীয় স্লোগান হওয়া যুক্তিযুক্ত ।

আজ নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও উপজেলায় নবনির্মিত মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স উদ্বোধন শেষে স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এ কথা বলেন। উল্লেখ্য, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন সকল উপজেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় প্রায় ২ কোটি ৩৪ লাখ টাকায় এ কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হয়।

মন্ত্রী বলেন, মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সম্মানী ভাতা বৃদ্ধি ও চিকিৎসা ভাতা চালুর পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এ লক্ষ্যে কাজ করছে।

মন্ত্রী আরো বলেন, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যাতে মহান মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত স্থানসমূহ সম্পর্কে জানতে পারে সেজন্য মুক্তিযুদ্ধের সম্মুখ সমরের স্থান এবং বধ্যভূমিসমূহ একই ডিজাইনে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। এ সময় তিনি মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় আধুনিক বাংলাদেশ গড়তে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান।

#

মারুফ/নাইচ/সঞ্জীব/আব্বাস/২০১৯/১৭০০ ঘণ্টা